

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান: সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সুপারিশ

প্রেক্ষাপট

সম্প্রতি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যার ফলশ্রুতিতে স্থানীয় সরকার পদ্ধতিতে পরিবর্তন এসেছে এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ আগের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়েছে। যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়মিত ব্যবধানে নির্বাচন সম্পন্ন করা, প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে তথ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন, অন-লাইন জন্ম নিবন্ধনের কার্যক্রম গ্রহণ, ইউনিয়ন পরিষদসহ অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্দ নিয়মিত পৌঁছানোর ব্যবস্থা, ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে নিরীক্ষা কার্যক্রমে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে বেসরকারি নিরীক্ষা সংস্থাকে দায়িত্ব প্রদান, তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা ২০১৬ প্রণয়ন, নাগরিক সনদ হালনাগাদ করার জন্য প্রজ্ঞাপন জারি ইত্যাদি। তবে এ সকল পদক্ষেপ হলেও এখনও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি বিদ্যমান রয়েছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ২০১৪ সালে স্থানীয় সরকার খাতের ওপর একটি গবেষণা করে।

গবেষণায় দেখা যায়, স্থানীয় সরকার খাতে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা ও চর্চার পথে রয়েছে বহুমুখী চ্যালেঞ্জ। যেমন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত আইনসমূহের বিভিন্ন ধারায় কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকারের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। এছাড়া স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো, বিশেষকরে ইউনিয়ন পরিষদগুলো আর্থিকভাবে অধিক মাত্রায় কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভরশীল এবং তাদের স্থানীয়ভাবে আয় বৃদ্ধির পরিসর তুলনামূলক সংকীর্ণ। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে (কেবল এলজিএসপি ছাড়া) বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্দ নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা, আয়তন ও প্রয়োজন বিবেচনা করা হয় না। আবার বরাদ্দকৃত অর্থের শেষ কিস্তি দেরিতে ছাড় করার ফলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়। গবেষণায় আরো দেখা যায়, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো প্রকল্প বাস্তবায়ন, সেবা প্রদানসহ বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতিতে জড়িত। এছাড়া প্রশাসনিক ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তারা নানাভাবে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর তাদের আধিপত্য বজায় রেখেছেন যা সরকারের স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ সম্পর্কিত অঙ্গীকারের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

এছাড়া টিআইবি পরিচালিত জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭ এর প্রাপ্ত তথ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হতে সেবাগ্রহীতার সেবা নিতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম দুর্নীতির শিকার হয়েছেন বলে উল্লেখ করেন। জরিপে পার্বত্য জেলা আঞ্চলিক পরিষদ ছাড়া অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত ছিল। জরিপ হতে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার মোট ২৬.৭ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে। সেবা গ্রহণকারী খানাগুলো ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ (১৮.৩%), দায়িত্ব পালনে অনীহা (৮.৫%), প্রভাবশালীর হস্তক্ষেপ (২.৭%), আত্মসাৎ (২.০%) এবং প্রতারণার (১.২%) শিকার হয়েছে। যে সকল ক্ষেত্রে তারা দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সনদ সংগ্রহ (৩৫%), সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া বা বরাদ্দ পাওয়া (৩৬.৭%) এবং বিচার ও সালিশ (৪৪.৯%)।

এই জরিপের প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইতোপূর্বে সম্পাদিত বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে পেশাগত দায়িত্ব পালনে উৎকর্ষ বৃদ্ধি, জনআস্থা বৃদ্ধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত সহায়ক হিসেবে টিআইবি প্রণীত এ পলিসি ব্রিফটি উপস্থাপন করা হল।

সুপারিশমালা

প্রশাসনিক সক্ষমতা

১. প্রশাসন এবং স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে ক্ষমতা ও দায়িত্বের সুসম বণ্টন করতে হবে।
২. জাতীয় বাজেটে স্থানীয় সরকার খাতের বরাদ্দ বাড়াতে হবে। মন্ত্রণালয়-ভিত্তিক বাজেটের মধ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ নির্দিষ্ট করতে হবে এবং সিংহভাগ বরাদ্দ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করতে হবে।
৩. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সরকারি বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা, আয়তন এবং প্রয়োজন বিবেচনা করতে হবে।

৪. চাহিদা অনুযায়ী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে (বিশেষকরে ইউনিয়ন পরিষদে) প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।
৫. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সিএজি কর্তৃক নিয়মিত বাৎসরিক নিরীক্ষা নিশ্চিত করতে হবে এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরীক্ষা সংক্রান্ত দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে।
৬. এটিআই (a2i) প্রোগ্রামের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল সেবা ও সেবা সম্পর্কিত তথ্যসমূহ সম্প্রসারিত করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, অন লাইন মৃত্যুনিবন্ধন করার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। এছাড়া সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতাধীন বিভিন্ন কার্যক্রমের তালিকাভুক্ত সেবাপ্রদানের তথ্য ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।
৭. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল করতে হবে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

৮. তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন করতে হবে।
৯. সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে জনগণের অংশগ্রহণে নাগরিক সনদ প্রণয়ন ও তা কার্যকর করতে হবে। নাগরিক সনদ নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে। নাগরিক সনদ দৃষ্টিগোচর স্থানে প্রকাশ করতে হবে এবং এর প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে।
১০. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী কমিটিগুলো সক্রিয় করতে নিয়মিত তদারকি ব্যবস্থা চালু করতে হবে।
১১. সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে বাজেট প্রণয়নে জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে ওয়ার্ড সভার মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে এবং উন্নুক্ত মতবিনিময় সভার মাধ্যমে বাজেট প্রকাশ করতে হবে।
১২. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সেবা-প্রদানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্যমান দুর্নীতি দূরীকরণে তদারকি ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণসহ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধির মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতাধীন বিভিন্ন সেবার তালিকাভুক্তির তথ্য তদারকি করা এবং দৈনন্দিনভাবে বিভিন্ন বরাদ্দ বিতরণের দিনে প্রতিনিধির উপস্থিতি থাকা।
১৩. অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা ও সকল ক্ষেত্রে কার্যকর করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, অভিযোগ বক্স স্থাপন করতে হবে এবং প্রতি পনের দিন পর অভিযোগ বক্স খুলে প্রাপ্ত অভিযোগগুলো নিষ্পত্তি করতে হবে।
১৪. স্থানীয় পর্যায়ে নিয়মিতভাবে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা-কর্মচারীর উপস্থিতিতে গণশুনানির ব্যবস্থা করতে হবে।

দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শুদ্ধাচার

১৫. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সুদৃঢ় নৈতিক আচরণবিধি ও শুদ্ধাচার নীতি প্রণয়ন এবং সময়োপযুক্ত বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
১৬. দুর্নীতির সাথে জড়িত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িত ও অদক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিতসহ নেতিবাচক প্রচোদনার পাশাপাশি কার্যসম্পাদনে দক্ষ ও সং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ইতিবাচক প্রচোদনা নিশ্চিত করতে হবে।
১৭. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে করতে হবে। নগদ লেনদেনের ক্ষেত্রে সীমা নির্ধারণ করতে হবে এবং তা শুধুমাত্র রশিদ প্রদানের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।
১৮. বিভিন্ন সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রিন্টিং খরচের জন্য ফি নির্দিষ্ট করে দিতে হবে এবং তা গ্রাহকের কাছ থেকে রশিদের মাধ্যমে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে ‘বিল্ডিং ইন্টেলিজেন্স ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ’ প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেক্টর (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯। ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫, info@ti-bangladesh.org, www.ti-bangladesh.org, www.facebook.com/TIBangladesh